

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, শনিবার, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২১ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-26 7 November 2026 ◆ Saturday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



জুবিন-কাণ্ডে অভিযুক্তদের জামিন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওয়ের হুমকি

শীর্ষ আদালত ও গৌহাটি হাইকোর্টকে নিরাপত্তার বিষয়টি জানানো হবে : হিমন্ত

গুয়াহাটি : জুবিন মৃত্যু মামলায় দুই প্রধান অভিযুক্ত শ্যামকানু ও সিদ্ধার্থর জামিন হলে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করার হুমকিকে গুরুতর নিরাপত্তা উদ্বেগ বলে উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শনিবার তিনি জানান, বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট ও গৌহাটি হাইকোর্টের নজরে আনবে রাজ্য সরকার। তাঁর অভিযোগ, এক বিধায়কের নেতৃত্বাধীন একটি গোষ্ঠীর এই হুমকি শুধু তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেই বিপদ তৈরি করছে না, তাঁর নিজের জীবনকেও সরাসরি ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। আগামী ৩০ নভেম্বর শ্যামকানু ও সিদ্ধার্থের জামিনের আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা সুপ্রিম কোর্টে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুই আদালতেই বিষয়টি তুলে ধরার জন্য রাজ্য সরকারের আইন বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কোনও রকম ভয় দেখানো, হুমকি বা বাইরের চাপ ছাড়াই বিচারপ্রক্রিয়া চলতে দেওয়া উচিত। জুবিন-কাণ্ডে অভিযুক্ত অমৃতপ্রভা মহন্তকে গত ৯ অক্টোবর জামিন দিয়েছিল গৌহাটি হাইকোর্ট। সেই প্রসঙ্গে হিমন্ত বলেন, বিচার চলাকালীন ১৬০ জন সাক্ষীর কেউই অমৃতপ্রভার নাম উল্লেখ করেননি। যদিও বিশেষ তদন্তকারী দলের (এসআইটি) তদন্তে তাঁর নাম উঠে এসেছিল। এই মামলায় আরও এক অভিযুক্ত সন্দীপন গর্গকেও জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট।



হিমন্ত বলেন, তদন্ত বা বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে কারও প্রশ্ন থাকলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া উচিত। সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করুন, তাঁকে নয়। আদালতকে নিজের কাজ করতে দিতে হবে। জামিনের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টাও বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাইজর দলের বিধায়ক অখিল গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন জুবিন গর্গ ন্যায় সমিতি ঘোষণা করে, শ্যামকানু ও সিদ্ধার্থের জামিন হলে কিংবা তাঁদের জামিনের বিরোধিতায় রাজ্য সরকার কার্যকর আইনি পদক্ষেপ না করলে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করা হবে।

অসমে স্নাতকোত্তর মেডিক্যালের আরও ৪৩টি আসন, মোট সংখ্যা বেড়ে ৮৩৯

গুয়াহাটি : চিকিৎসা শিক্ষার পরিকাঠামো সম্প্রসারণে অসমের দুটি মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর স্তরে ৪৩টি নতুন আসনের অনুমোদন দিল জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)। লখিমপুর ও ডিফু মেডিক্যাল কলেজে এই আসনগুলি যুক্ত হওয়ায় রাজ্যে পিজি আসনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৩৯। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই ঘোষণা করেন। নতুন আসনগুলি জেনারেল মেডিসিন, অ্যানাস্থেসিওলজি, পেডিয়াট্রিকস, প্যাথলজি, রেডিও-ডায়াগনোসিস, জেনারেল সার্জারি এবং অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনিকোলজি;এই সাতটি বিষয়ে বরাদ্দ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এর ফলে তরুণ চিকিৎসকদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ বাড়বে।

ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ২৯ নভেম্বর দিল্লিতে

গুয়াহাটি : ড. ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আগামী ২৯ নভেম্বর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নাম নথিভুক্তির পোর্টাল চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আগামী ১২ নভেম্বর থেকে নাম নথিভুক্তকারীরা বিনামূল্যে অনলাইনে আমন্ত্রণপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। আসনসংখ্যা পূর্ণ না হলে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করা যাবে।

অনুষ্ঠানে প্রথম 'ড. ভূপেন হাজরিকা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার' প্রদান করা হবে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঊষা মঙ্গেশকরকে। প্রায় দু'ঘণ্টার আয়োজনে শ্রেয়া ঘোষাল, শংকর মহাদেবন, কল্পনা পাটোয়ারী, পাপন মহন্ত, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি ও কৌশিকী চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্ট শিল্পীরা সুধাকণ্ঠের গান পরিবেশন করবেন।

এ ছাড়া জন্মশতবর্ষের সূচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া প্রায় এক হাজার শিল্পী একযোগে 'মানুহে মানুহ বাবে' এবং 'উই আর ইন দ্য সেম বোট, ব্রাদার' পরিবেশন করবেন। তাঁদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করবে অসম সরকার। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৫৪ বছরের দাবি ফের রাজপথে

শিলচরে গৌহাটি হাইকোর্টের বেঞ্চ চেয়ে রাজ্যপালকে স্মারকলিপি

শিলচর : বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের পৃথক বেঞ্চ স্থাপনের দাবিতে ফের সরব হলেন আইনজীবী, পড়ুয়া ও বিভিন্ন সামাজিক - সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। শনিবার শিলচরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি অসমের রাজ্যপালের উদ্দেশে স্মারকলিপি পাঠিয়ে দ্রুত বেঞ্চ স্থাপনের দাবি জানান তাঁরা।



১৯৭২ সাল থেকে চলে আসা এই দাবির এখনও নিষ্পত্তি না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা। এদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির সামনে জমায়েত হয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। পরে মিছিল করে কাছাড়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, বরাকের কাছাড়, শ্রীভূমি ও হাইলাকান্দির বিচারপ্রার্থীদের হাইকোর্টের মামলার শুনানির জন্য গুয়াহাটি যেতে হয়। এতে সময় ও অর্থের অপচয়ের পাশাপাশি আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের বিচার পাওয়ার পথও কঠিন হয়ে পড়ে। শিলচরে বেঞ্চ স্থাপিত হলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। এবার শুধু আশ্বাস নয়, দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ চান আন্দোলনকারীরা।

বড়খলায় শুরু খেল মহারণ ৩.০, গ্রামীণ প্রতিভা অন্বেষণে জোর

বড়খলা : গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ এবং যুবসমাজকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কাছাড় জেলার বড়খলায় শুরু হল 'খেল মহারণ ৩.০'। শনিবার বড়খলা রাজা জিসি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বড়খলা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক কিশোর নাথ। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে স্থানীয় যুবক ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক কিশোর নাথ যুবসমাজকে খেলাধুলার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছেন। তাঁদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিতে খেল মহারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই ধরনের ক্রীড়া আয়োজন যুবসমাজকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার পাশাপাশি রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।



অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলা পরিষদের সভাপতি কংকন নারায়ণ সিকিদার, বড়খলা উন্নয়ন খণ্ডের আধিকারিক রশনিনা পারভীন, বড়খলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি নিহার রঞ্জন দাস, বিজেপির বড়খলা মণ্ডল সভাপতি পিনাক কান্তি দাস, সাধারণ সম্পাদক অজিত দাস ও কল্লোলজিৎ চক্রবর্তী, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য শিবু চন্দ্র দাস এবং খেল মহারণের বড়খলা ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর দিব্যজ্যোতি দোয়ারা। এ ছাড়া স্থানীয় নেতৃত্ব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শিলচর পুরনিগমে আর্থিক অনিয়ম, সাসপেন্ড দুই আধিকারিক

শিলচর : শিলচর পুরনিগমের আর্থিক লেনদেনে গত ছ'বছরের ব্যাপক অসঙ্গতির অভিযোগে দুই আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিলেন নগরোন্নয়নমন্ত্রী কৌশিক রায়। শুক্রবার পুরনিগম কার্যালয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অফিসার দেবাশিস শইকিয়া এবং শিলচর আরবান স্যুয়ারেজ বোর্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রত্নজিৎ দেবরায়কে সাসপেন্ড করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও কাজে গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে। বৈঠকে শহরের জমাজল সমস্যার স্থায়ী সমাধানে প্রায় ২০০ কোটি টাকার মাস্টার ড্রেনেজ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি ৪২টি ওয়ার্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন সুসংহত পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অক্ষত প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ পুরনিগমের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

শনিবার, ২১ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

তীর্থযাত্রীদের জীবনের মূল্য এত সস্তা কেন?

চারধাম যাত্রায় একের পর এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইউকাডার ভূমিকা ও কার্যকারিতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। শুধু তদন্ত নয়, প্রয়োজন প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার

১৭ বছরে ১৫টি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা, প্রাণহানি ৪৬ জন। এই পরিসংখ্যান নিছক দুর্ঘটনার হিসাব নয়, বহু পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি ও স্বজন হারানোর বেদনার দলিল। চারধাম দর্শনের স্বপ্ন নিয়ে বেরিয়ে যাঁরা আর ঘরে ফিরতে পারেননি, তাঁদের মৃত্যুর দায় এড়াতে পারে না প্রশাসন। বারবার দুর্ঘটনা, তদন্তের নির্দেশ, সাময়িক আলোচনা;তারপর আবার পুরনো ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন। প্রশ্ন উঠছে, তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন আর কত প্রাণহানির অপেক্ষায় থাকবে?

চারধাম যাত্রা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয় নয়, উত্তরাখণ্ডের অর্থনীতি ও পর্যটনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী দর্শনে যান। প্রবীণ নাগরিক ও শারীরিকভাবে অক্ষম বহু মানুষের কাছে হেলিকপ্টার পরিষেবা আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু সেই পরিষেবাই যদি বারবার প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে, তবে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরি। ধর্মীয় আবেগ কিংবা পর্যটনের স্বার্থে মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না।

পাহাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন, ঘন কুয়াশা, প্রবল বাতাস, কম দৃশ্যমানতা এবং যান্ত্রিক ত্রুটি দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। তাই সাধারণ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ভিত্তিতে উড়ানের অনুমতি দেওয়া যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন স্থানীয় আবহাওয়ার নির্ভুল পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ। এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে উত্তরাখণ্ড সিভিল অ্যাভিয়েশন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা ইউকাডার ভূমিকা। হেলিকপ্টার পরিষেবার নজরদারি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সংস্থাটির কার্যকারিতা নিয়ে নিরপেক্ষ পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বদ্রীনাথের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা এই প্রশ্নকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। দুর্ঘটনার দিন সকালে ইউকাডার নির্দেশে হেলিকপ্টার চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আবার উড়ান শুরু হয়। আবহাওয়া দফতরের কমলা সতর্কতা জারি থাকা সত্ত্বেও কোন পরিস্থিতিতে উড়ান চালুর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল? আবহাওয়ার পুনর্মূল্যায়ন হয়েছিল কি? বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হয়েছিল? পাইলটদের হালনাগাদ তথ্য দেওয়া হয়েছিল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর জনসমক্ষে আসা প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তদন্ত যেন শুধু সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ না থাকে। গত ১৭ বছরের সমস্ত দুর্ঘটনার সামগ্রিক পর্যালোচনা জরুরি। পূর্ববর্তী তদন্তে কী কী ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছিল এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুপারিশ কতটা কার্যকর করা হয়েছে, তা প্রকাশ করতে হবে। হেলিকপ্টার সংস্থাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, পাইলটদের প্রশিক্ষণ এবং উড়ানের আগে নিরাপত্তা যাচাইয়ের ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও অভিন্ন নীতি থাকা অপরিহার্য। প্রতিকূল আবহাওয়ায় কখন উড়ান বন্ধ থাকবে এবং কোন শর্ত পূরণ হলে পুনরায় চালু করা যাবে, তা স্পষ্ট করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ের লিখিত নথি সংরক্ষণ করা উচিত। নিরাপত্তা নিয়ে সামান্য সংশয় থাকলেও উড়ান বাতিল করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের থাকতে হবে। যাত্রীদেরও সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে আগাম জানাতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা, দুর্ঘটনার দায় শুধু পাইলট কিংবা পরিচালনাকারী সংস্থার ওপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। অনুমোদন, নজরদারি, আবহাওয়া মূল্যায়ন এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত;সমগ্র ব্যবস্থার জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। অবহেলা বা নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘনের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

চারধাম যাত্রায় পুণ্যার্থীরা প্রশাসনের ওপর আস্থা রেখেই বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া এবং বাড়ি ফিরিয়ে আনা সরকারের দায়িত্ব। হেলিকপ্টার পরিষেবা একটি সুবিধা, অপরিহার্যতা নয়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় উড়ান বন্ধ রাখলে সাময়িক অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু প্রাণহানি এড়ানোর স্বার্থে সেটিই দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত।

১৭ বছরে ১৫টি দুর্ঘটনা ও ৪৬টি প্রাণহানি প্রশাসনের কাছে কঠিন জবাবদিহি দাবি করে। আর কত প্রাণ গেলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার হবে? তীর্থযাত্রার সার্থকতা শুধু দেবদর্শনে নয়, নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসার মধ্যেও। মনে রাখতে হবে, দর্শনের আগে জীবন, ধর্মীয় আবেগের আগে নিরাপত্তা।

ধনতেরস : শুধু ধনসম্পদের আরাধনা নয়, সম্পদের পবিত্রতা, সততা ও মানবিকতার উৎসব

ললিত গর্গ

দীপাবলির পাঁচ দিনব্যাপী উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ধনতেরস। ধনত্রয়োদশী এবং ধন্বন্তরি জয়ন্তী নামেও পরিচিত এই দিনটি ভগবান ধন্বন্তরি ও দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। সোনা, রুপো, বাসনপত্র এবং গৃহস্থালির নানা সামগ্রী কেনার জন্য দিনটিকে শুভ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ধনতেরসের তাৎপর্য কেনাকাটা কিংবা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই উৎসব সম্পদের পবিত্রতা, সৎ উপার্জন, সংযম এবং মানবিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃত সমৃদ্ধি কেবল সম্পদ সঞ্চয়ে নয়, ন্যায়সংগত উপায়ে তা অর্জন, দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার এবং সমাজের কল্যাণে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনে সম্পদকে কখনও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয়নি। সম্পদ জীবনকে সুন্দর, নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ করার একটি মাধ্যম। অথচ আধুনিক সমাজে সমৃদ্ধির সংজ্ঞা ক্রমশ অর্থ, বিলাসিতা, ক্ষমতা এবং সীমাহীন ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। একদিকে অল্প কিছু মানুষের হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব। বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বাড়লেও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও সন্তুষ্টি যেন কমছে। বাড়ির আয়তন বাড়ছে, কিন্তু ছোট হয়ে আসছে হৃদয়ের পরিসর। সম্পদ বাড়লেও নৈতিকতা দুর্বল হলে সেই সমৃদ্ধি সমাজকে স্থায়ী সুখ দিতে পারে না।

ধনতেরসের প্রকৃত বার্তা এই অসংগতিকে সংশোধন করা। ভারতীয় দর্শন সম্পদ অর্জনের বিরোধিতা করে না; বরং সম্পদ অর্জনের পদ্ধতি এবং তার ব্যবহারের নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব দেয়। দেবী লক্ষ্মীর কৃপা তখনই মঙ্গলময় হয়ে ওঠে, যখন সম্পদের সঙ্গে যুক্ত থাকে সততা, সংযম, ন্যায়বোধ ও সমাজকল্যাণের ভাবনা। অন্যায় উপায়ে অর্জিত সম্পদ সাময়িক বিলাসিতা এনে দিতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী শান্তি, সম্মান কিংবা আত্মতৃপ্তি দিতে পারে না।

জৈন দর্শনে ভগবান মহাবীরের প্রচারিত 'অপরিগ্রহ' বা অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় ও আসক্তি পরিহারের নীতি এ প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের প্রতি আসক্তি মানুষকে সম্পদের মালিক না রেখে তার দাসে পরিণত করে। সংযমের শিক্ষা শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, গৃহস্থ জীবনেও সমান প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে, মহাত্মা গান্ধীর 'ট্রাস্টিশিপ' বা সম্পদের অভিভাবকত্বের ধারণা মনে করিয়ে দেয়, সম্পদের মালিকানা কেবল ব্যক্তিগত ভোগের অধিকার নয়; এর সঙ্গে সমাজের প্রতি দায়িত্বও জড়িয়ে রয়েছে। সম্পদ তখনই সার্থক, যখন তা অন্য মানুষের জীবনে আশা, মর্যাদা ও সুযোগ তৈরি করে।

ধনতেরসে সোনা, রুপো কিংবা নতুন সামগ্রী কেনার প্রচলিত রীতি ভবিষ্যতের সুখ ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশার সঙ্গে যুক্ত। বহু পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে আসছে। তবে উৎসবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কেনাকাটার চেয়ে অনেক বিস্তৃত। ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনে উপাসনার সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক কল্যাণের ধারণা যুক্ত। তাই দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা কেবল অর্থসম্পদ লাভের প্রার্থনা নয়; এর মধ্যে রয়েছে সুস্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি, পারিবারিক সম্প্রীতি এবং সামগ্রিক মঙ্গল কামনা।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে, সমুদ্র মন্থনের সময় ভগবান ধন্বন্তরি অমৃতের কলস হাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁকে আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসাবিদ্যার দেবতা হিসেবে মান্য করা হয়। অন্যদিকে, সমুদ্র মন্থন থেকেই দেবী লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল বলে ধর্মীয় বিশ্বাস। এই দুই পৌরাণিক তাৎপর্য ধনতেরসকে সম্পদ ও সুস্বাস্থ্যের সম্মিলিত উৎসবে পরিণত করেছে। অর্থ থাকলেই জীবন সমৃদ্ধ হয় না; সুস্থ শরীর, শান্ত মন এবং সুন্দর পারিবারিক সম্পর্কও অপরিহার্য। ধন্বন্তরির স্মরণ তাই সম্পদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্বও তুলে ধরে। দেবী লক্ষ্মীর অষ্টলক্ষ্মী রূপের ধারণা সমৃদ্ধির বৃহত্তর দর্শনকে আরও স্পষ্ট করে। আদিলক্ষ্মী চিরন্তন ঐশ্বরিক শক্তি ও সমৃদ্ধির উৎসের প্রতীক। ধনলক্ষ্মী অর্থসম্পদ ও আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিনিধিত্ব করেন। ধান্যলক্ষ্মী অন্ন, খাদ্যশস্য ও কৃষিসম্পদের প্রতীক। গজলক্ষ্মী প্রাকৃতিক সম্পদ ও বস্তুগত কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। সন্তানলক্ষ্মী সন্তান ও পারিবারিক মঙ্গলের প্রতীক। বীরলক্ষ্মী সাহস ও শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। বিজয়লক্ষ্মী সাফল্য ও লক্ষ্য অর্জনের প্রতীক। বিদ্যলক্ষ্মী জ্ঞান, শিক্ষা, শিল্পকলা ও বিদ্যাচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই আটটি রূপ বোঝায়, সমৃদ্ধির পরিমাপ শুধু টাকা, সোনা, জমি কিংবা বাড়ির হিসাব দিয়ে করা যায় না। খাদ্য, জ্ঞান, সাহস, সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পারিবারিক সম্প্রীতি এবং প্রতিকূলতাকে জয় করার ক্ষমতাও মানুষের অমূল্য সম্পদ।

এই দর্শন দীপাবলির তাৎপর্যকেও গভীর করে। একটি মাটির প্রদীপ নিজের ক্ষুদ্র শিখা দিয়ে চারপাশের অন্ধকার দূর করে। তার গুরুত্ব নির্ভর করে না দাম কিংবা আকারের ওপর; তার সার্থকতা আলো ছড়িয়ে দেওয়ায়। দীপাবলির আলো ধনী ও দরিদ্র, বড় বাড়ি ও ছোট ঘর;সবার জন্য। একইভাবে সম্পদের প্রকৃত মূল্যও নির্ভর করে তা কতটা মানুষের কাজে লাগছে তার ওপর। ব্যক্তিগত ভোগের মধ্যে আটকে থাকা সম্পদের সামাজিক তাৎপর্য সীমিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে সম্পদ ব্যয় হলে তার মূল্য বহুগুণে বাড়ে। আজকের সমাজে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শুধু বেশি সম্পদ অর্জন করা নয়, বরং সেই সম্পদ কীভাবে অর্জিত হচ্ছে এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা নিশ্চিত করা। দুর্নীতি, প্রতারণা, শোষণ কিংবা অন্যায় উপায়ে অর্জিত অর্থ সমাজে অবিশ্বাস বাড়ায়। কঠোর পরিশ্রম, সততা ও নৈতিকতার মাধ্যমে অর্জিত সীমিত সম্পদও মানুষকে আত্মমর্যাদা ও মানসিক তৃপ্তি দিতে পারে। সম্পদের মালিক হওয়া আর সম্পদের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার মধ্যে এটাই মূল পার্থক্য।

সম্পদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বাস্তব জীবনে নানা ভাবে প্রকাশ পেতে পারে। একটি শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় সাহায্য করা, বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়ানো, দক্ষতা প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা কিংবা স্থানীয় পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগ নেওয়া; এসবই সম্পদের মানবিক ব্যবহার। দান মানে কেবল অর্থ বিলিয়ে দেওয়া নয়; সময়, জ্ঞান, শ্রম ও সহমর্মিতাও সমাজকে সমৃদ্ধ করে। যে ব্যক্তি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের পাশে দাঁড়ান, তিনিও সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই দায়িত্ববোধ পরিবার থেকেই গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে নতুন প্রজন্ম সম্পদকে অধিকার হিসেবে নয়, দায়িত্ব হিসেবেও দেখতে শেখে।

ধনতেরস তাই আত্মসমীক্ষারও উপলক্ষ। এই দিনে কেনাকাটার পাশাপাশি আমরা ভাবতে পারি, আমাদের উপার্জনের উৎস কতটা স্বচ্ছ, ভোগের অভ্যাস কতটা সংযত এবং সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য কতটা অর্থবহ। প্রয়োজনের বাইরে শুধু প্রতিযোগিতা বা সামাজিক মর্যাদা দেখানোর জন্য ব্যয় করলে মানসিক শান্তি আসে না। আবার ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করাও জরুরি। ব্যক্তিগত প্রয়োজন, পরিবারের দায়িত্ব এবং সমাজের প্রতি কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই বিচক্ষণতার পরিচয়। সম্পদ যেন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ না করে; মানুষই যেন সম্পদকে কল্যাণের কাজে পরিচালিত করে।

আধুনিক পৃথিবী মানুষের সাফল্যকে প্রায়শই আয়, সম্পত্তি ও প্রভাবের নিরিখে বিচার করে। কিন্তু একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারিত হয় তাঁর চরিত্র, আচরণ এবং সমাজের প্রতি অবদানের মাধ্যমে। সততা, মানবিকতা, আত্মমর্যাদা, সংযম ও সহমর্মিতা এমন সম্পদ, যা বাজার থেকে কেনা যায় না এবং সময়ের সঙ্গে যার মূল্য কমে না। বস্তুগত সম্পদ জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, কিন্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। এবারের ধনতেরস শুধু সোনা, রুপো কিংবা গৃহস্থালির সামগ্রী কেনার উপলক্ষ হয়ে না থাকুক। এটি হয়ে উঠুক সৎ উপার্জন, দায়িত্বশীল ভোগ, সংযম এবং সামাজিক কল্যাণের নতুন অঙ্গীকার গ্রহণের দিন।

তিপ্রাসা চুক্তি কার্যকরে বড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত প্রদ্যোতের

শাহের সঙ্গে কথা, আদিবাসীদের ভূমির অধিকার নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তের দাবি

আগরতলা : ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের ভূমি সংক্রান্ত দাবির নিষ্পত্তিতে বড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিলেন তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা। তিপ্রাসা চুক্তির ভূমি সংক্রান্ত ধারাগুলি কার্যকর করতে আগামী এক-দু'দিনের মধ্যে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার পরবর্তী পর্ব শুরু হওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদ্যোত। তাঁর আশা, আলোচনার জন্য শীঘ্রই তাঁকে দিল্লিতে ডাকা হবে।

বৃহস্পতিবার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানান প্রদ্যোত। সম্প্রতি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করলেও ত্রিপুরার আদিবাসী



জনগোষ্ঠীর অধিকার ও তিপ্রাসা চুক্তি কার্যকরের প্রশ্নে নিজের অবস্থান থেকে সরছেন না বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি। প্রদ্যোত জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারির সম্ভাবনা রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আজ অথবা আগামীকাল বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে। সেখানে কী সুপারিশ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব। আমার মনে হচ্ছে, আলোচনার জন্য আমাদের দিল্লিতে ডাকা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, তিপ্রাসা চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট দাবিগুলির বাস্তবায়ন। প্রস্তাবিত বিজ্ঞপ্তি জারি হলে চুক্তির এই অংশ কার্যকরের প্রক্রিয়া নতুন গতি পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রদ্যোত জানান, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের (টিটিএএডিসি) গ্রাম কমিটির নির্বাচন শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা বিলম্বিত হয়েছে।

নাগা অধ্যুষিত এলাকায় যৌথ সামরিক অভিযানের দাবি খারিজ এনএসসিএন/ জিপিআরএনের

ইম্ফল : মণিপুরের নাগা অধ্যুষিত এলাকায় যৌথ সামরিক অভিযান চালানোর অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করল এনএসসিএন/জিপিআরএন। জেডইউএফ (জেনচুই) গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ওঠা এই অভিযোগকে 'কাল্পনিক, ভিত্তিহীন ও অসত্য' বলে অভিহিত করেছে সংগঠনটি। গত ৫ নভেম্বর সংগঠনের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রকের জারি করা এক বিবৃতিতে এই অবস্থান স্পষ্ট করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমে যৌথ সামরিক অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই এই আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাল এনএসসিএন/জিপিআরএন।

বিবৃতিতে ব্যবহৃত 'দক্ষিণ নাগাল্যান্ড' শব্দবন্ধটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংগঠনটির বৃহত্তর রাজনৈতিক ও আদর্শগত ধারণায় এই ভৌগোলিক পরিসরের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মণিপুরের একাধিক নাগা অধ্যুষিত জেলা। এর মধ্যে সেনাপতি, তামেংলং, উখরুল, নোনে এবং কামজং উল্লেখযোগ্য।

তবে বিবৃতিতে মণিপুরের কোনও নির্দিষ্ট গ্রাম বা প্রশাসনিক এলাকার নাম উল্লেখ করা হয়নি। সংগঠনটির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ধারণায় এই অঞ্চলগুলিকে বৃহত্তর নাগা স্বদেশের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যৌথ সামরিক অভিযান সংক্রান্ত অভিযোগ কেন তোলা হয়েছে, তা একমাত্র জেডইউএফ (জেনচুই) গোষ্ঠীর নেতৃত্বই বলতে পারবে বলে মন্তব্য করেছে এনএসসিএন/ জিপিআরএন। সংগঠনটির দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন তথ্য প্রচার করা হয়ে থাকতে পারে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই অভিযোগের আড়ালে যদি ভবিষ্যতে কোনও শত্রুতামূলক পদক্ষেপের পরিকল্পনা থাকে, তবে তার মোকাবিলায় সংগঠন প্রস্তুত। প্রতিপক্ষের উসকানিমূলক পদক্ষেপের জবাব দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেডইউএফ (জেনচুই) গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও আদর্শগত অবস্থানের সমালোচনা করেছে সংগঠনটি। তাদের বক্তব্য, সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে তারা দীর্ঘমেয়াদি ও বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়।

আঞ্চলিক সংগঠনগুলির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ঐক্যের পক্ষে সওয়াল করলেও গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করা হয়, এমন কোনও গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অনীহা প্রকাশ করেছে এনএসসিএন/ জিপিআরএন। নিজেদের মৌলিক রাজনৈতিক লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে আপস না করেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে অবস্থান জানিয়েছে সংগঠনটির নেতৃত্ব।

ত্রিপুরার ৩৪৫ ওয়ার্ডে পুরভোটের লড়াই, মনোনয়ন জমা ৮৭৯ প্রার্থীর

আগরতলা : ত্রিপুরার ২১টি পুর সংস্থার নির্বাচনে ৩৪৫টি ওয়ার্ডের জন্য মোট ৮৭৯ জন প্রার্থী ১,১০৯টি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে আগরতলা পুরনিগমও রয়েছে। আগামী ২৭ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা হবে ২ ডিসেম্বর। শুক্রবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব অনুরাগ সেন।

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি ৩৪৫টি ওয়ার্ডেই প্রার্থী দিয়েছে। অন্যদিকে, সিপিএমের প্রার্থীরা ২৬৩টি এবং কংগ্রেসের প্রার্থীরা ২২১টি ওয়ার্ডে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সচিব। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, শনিবার, ৭ নভেম্বর মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করা হবে। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ১০ নভেম্বর।

অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় মোট ২৩ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। শুক্রবার রাজ্য অতিথিশালায় পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাঁদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দেন তিনি।

মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের সময় থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় উপস্থিত থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি চালাবেন পর্যবেক্ষকরা বলে কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে। ২৭ নভেম্বরের পুরভোটকে ঘিরে ত্রিপুরার রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে।

কাছাড়ের ৯০ জন সাংবাদিককে দীপাবলির উপহার মুখ্যমন্ত্রীর

স্বীকৃতি কার্ডের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী কৌশিক

শিলচর : কাছাড়ের যোগ্য সাংবাদিকদের স্বীকৃতি কার্ড পেতে যাতে কোনও প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়তে না হয়, সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রায়। বৃহস্পতিবার কাছাড়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ের নতুন সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, যোগ্য সাংবাদিকদের স্বীকৃতি, সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। প্রয়োজনীয় নথিপত্র বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার জটিলতা থাকলে তা দ্রুত মিটিয়ে নিতে হবে।



এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার দীপাবলির উপহার হিসেবে তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৯০ জন সাংবাদিকের হাতে ইন্ডাকশন কুকটপ তুলে দেওয়া হয়। গত বছর সাংবাদিকদের মোবাইল ফোন উপহার দেওয়া হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বরাক উপত্যকা জোনের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের আধিকারিকদের কাছাড়ের সাংবাদিকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, যাঁদের স্বীকৃতি কার্ডের আবেদন এখনও নিষ্পত্তি হয়নি, তাঁদের নথি ও যোগ্যতা যাচাই করে জেলাশাসকের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি।

জেলাশাসক রাহুল কুমার গুপ্ত সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রশাসনের সঙ্গে সাংবাদিকদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য ও রাজ্যসভার সাংসদ কনাদ পুরকায়স্থ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা করেন। শিলচর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শঙ্কর দে স্বীকৃতি কার্ডের আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে শিলচর পুরনিগমের মেয়র অমরেন্দ্র পাল, ডেপুটি মেয়র বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক জাগৃতি কালওয়ার উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী জানান, তালিকা যাচাইয়ের কাজ দ্রুত শেষ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে

উচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবিতে ধুবড়ির জেলাশাসককে স্মারকলিপি কংগ্রেসের

ধুবড়ি : উচ্ছেদ অভিযানে ঘরছাড়া পরিবারগুলির অবিলম্বে পুনর্বাসন ও ত্রাণের দাবিতে শনিবার ধুবড়ির জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি জমা দিল কংগ্রেসের চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ওয়াজেদ আলি চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি এই দাবি জানায়।

ধুবড়ি জেলার আলমগঞ্জ পার্ট-৯ এলাকায় জেলা প্রশাসনের সাম্প্রতিক উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন কংগ্রেস বিধায়করা। অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন এবং ঘরছাড়া মানুষদের প্রয়োজনীয় সরকারি সাহায্য নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কাছে আর্জি জানান তাঁরা। উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির দুর্দশার কথা বিবেচনা করে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানানো হয়।

পাশাপাশি, উচ্ছেদ হওয়া এলাকায় অবস্থিত স্থানীয় কবরস্থান ও মাজারগুলি সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার দাবি জানান প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এই স্থানগুলির অস্তিত্ব রক্ষায় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে



কথা বলতে গিয়ে ওয়াজেদ আলি চৌধুরী অভিযোগ করেন, উচ্ছেদকবলিত এলাকায় কংগ্রেস সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ)। তাঁর দাবি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে কংগ্রেস ও দলের কর্মীরা রয়েছেন। তাঁদের ন্যায়বিচার এবং পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে দল আগামী দিনেও আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিরোধী দলনেতা তথা বিরসিং জারুয়ার বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরী, গৌরীপুরের বিধায়ক আব্দুস সোবহান আলি সরকার, ধুবড়ির বিধায়ক বেবি বেগম এবং পর্বতঝোরার বিধায়ক আশরাফুল ইসলাম শেখ।

‘নীল সুনামি’তে কংগ্রেস হাতছাড়া ট্রাম্পের, পুত্র-জামাইয়ের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রস্তুতি ডেমোক্র্যাটদের



ওয়াশিংটন : মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্র্যাটদের হাতে যাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর রাজনৈতিক চাপ আরও বাড়তে চলেছে। নির্বাচনে ‘নীল সুনামি’র ধাক্কায় রিপাবলিকানদের পরাজয়ের পর বিরোধী শিবির ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের আর্থিক কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই তালিকায় রয়েছেন ট্রাম্পের জ্যেষ্ঠপুত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং জামাই জ্যারেড কুশনার।

কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হাতে আসায় ডেমোক্র্যাটরা এখন শুনানির আয়োজন, সমন জারি এবং তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। তাঁদের বক্তব্য, এই ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ, সরকারি ব্যয় এবং সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাতের বিষয়গুলি সামনে আনা হবে। শুক্রবার হাউস জুডিশিয়ারি কমিটির ডেমোক্র্যাট সদস্য জেমি রাসকিন এবং হাউস ওভারসাইট কমিটির ডেমোক্র্যাট সদস্য রবার্ট গার্সিয়া তদন্তের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

রাসকিনের অভিযোগ, ইরান যুদ্ধ এবং শুল্কনীতির কারণে মার্কিন করদাতাদের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে। তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্তগুলির নেপথ্যে দুর্নীতির ভূমিকা থাকতে পারে। তিনি বলেন, সব কিছুর জন্য দুর্নীতিকে একমাত্র দায়ী করা না গেলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে উঠেছে। ডেমোক্র্যাটরা বিশেষ করে ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে কুশনারের প্রভাব এবং তাঁর আর্থিক স্বার্থের সম্ভাব্য যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে চান।

ট্রাম্প প্রশাসনের কোনও সরকারি পদে না থাকলেও কুশনার মধ্যপ্রাচ্যে প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসেবে কাজ করেছেন বলে ডেমোক্র্যাটদের বক্তব্য। রাসকিন জানিয়েছেন, সৌদি আরব, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশ থেকে কুশনারের ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সংস্থা কত অর্থ পেয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। তাঁদের প্রশ্ন, ওই বিনিয়োগের সঙ্গে মার্কিন বিদেশনীতি বা সরকারি সিদ্ধান্তের কোনও স্বার্থের সংঘাত তৈরি হয়েছিল কি না। এ ছাড়া, ২০১৫ সালে বারাক ওবামা প্রশাসনের আমলে সম্পাদিত ইরান পরমাণু চুক্তি থেকে ট্রাম্পের সরে আসার সিদ্ধান্তেও কুশনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটও তদন্তের আওতায় আসতে পারে।

অন্যদিকে, ট্রাম্প জুনিয়রের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও ডেমোক্র্যাটদের নজরে রয়েছে। তবে তদন্ত শুরুর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বা নির্দিষ্ট অভিযোগের বিস্তারিত এখনও স্পষ্ট নয়। কংগ্রেসের কমিটিগুলি কীভাবে তাদের নতুন ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। কংগ্রেসের কমিটিগুলি প্রশাসনের নথি তলব করতে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজিরার নির্দেশ দিতে পারে। ফলে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে আইনপ্রণেতাদের সংঘাত তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নেশা ও নারী নির্যাতন রুখতে পুলিশকে ‘খোলা হাত’ শুভেন্দুর, ৩০৯ এসআইকে নিয়োগপত্র



কলকাতা : নেশার কারবার এবং মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে কলকাতা পুলিশকে কার্যত ‘খোলা হাত’ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই দুই ক্ষেত্রে পুলিশ কোনও সমস্যায় পড়লে সরকার ও তিনি নিজে বাহিনীর পাশে দাঁড়াবেন বলে আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। পুলিশের গায়ে কেউ হাত তুললে তাঁকে জেলে থাকতে হবে। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিন গুণ অর্থ আদায় করা হবে বলেও জানিয়ে দেন তিনি।

শুক্রবার লালবাজারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কলকাতা পুলিশের নবনিযুক্ত ৩০৯ জন সাব-ইনস্পেক্টরের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বদা রাষ্ট্রকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পুলিশি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সততা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের নির্দেশ মেনে কাজ করতে হবে। সময়ের হিসাব না করে দায়িত্ব পালনের এবং ভারতীয় ন্যায় সংহতি মেনে চলারও পরামর্শ দেন তিনি।

এদিন রাজ্যের পুলিশের কাজের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রায় ১১ কোটি মানুষের পশ্চিমবঙ্গে ভাষা, পোশাক ও খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্য রয়েছে। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে জঙ্গলমহল, পাশাপাশি রয়েছে বিচ্ছিন্ন দ্বীপাঞ্চল। এমন বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে জনজীবন স্বাভাবিক রাখার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয় পুলিশকে। পুলিশের আর্থিক নিরাপত্তা, আধুনিকীকরণ ও প্রশিক্ষণের উপরও জোর দেন তিনি। অসমের পুলিশ প্রশিক্ষণ শিবিরের সঙ্গে এ বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে বলে জানান।

জওয়ানদের সঙ্গেই দীপাবলি কাটাবেন মোদি, দেশবাসীকে জানালেন শুভেচ্ছা



নয়াদিল্লি : দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, প্রতিবারের মতো এবারও সীমান্তে কর্তব্যরত বীর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি কাটাবেন। তবে কোন সেনা চৌকি বা সামরিক ঘাঁটিতে যাবেন, তা জানাননি তিনি। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে প্রতি বছরই সেনা জওয়ানদের সঙ্গে এই উৎসব পালন করে আসছেন মোদি। কখনও সিয়াচেন, কখনও কাশ্মীরে গিয়েছেন তিনি। এদিন উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গেও দেখা করে দীপাবলির শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী।

সমুদ্রপথে হামলার ছক! চরনা দ্বীপে লস্করের ‘সামুদ্রিক জেহাদি’দের গোপন প্রশিক্ষণ



ইসলামাবাদ : সমুদ্রপথে ভারতে ফের ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ছক কষছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবা! করাচি থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে আরব সাগরের চরনা দ্বীপে গোপনে জঙ্গিদের স্কুবা ডাইভিং ও সামুদ্রিক যুদ্ধকৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। পর্যটকের ছদ্মবেশে দ্বীপে যাতায়াত করছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিরা। ফলে সাধারণ পর্যটকদের ভিড়ের আড়ালে চলছে এই গোপন কার্যকলাপ।

গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, লস্করের সামুদ্রিক শাখা ‘দাওয়া মেরিন উইং’, যার অন্য নাম ‘সাদা-এ-হুরিয়ত’, এই প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। জঙ্গিদের স্কুবা ডাইভিং, কমব্যাট সুইমিং এবং জলের তলায় অভিযান চালানোর বিভিন্ন কৌশল শেখানো হচ্ছে। প্রশিক্ষণ পরিচালনায় যুক্ত রয়েছে লস্করের রাজনৈতিক শাখা পাকিস্তান মার্কাজি মুসলিম লিগের সদস্যরাও। বহিরাগতদের কাছে প্রশিক্ষণার্থীদের সাধারণ পর্যটক হিসেবে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

চরনা দ্বীপে প্রতিদিন বহু পর্যটকের সমাগম হয়। সেই ভিড়কে ঢাল করেই প্রশিক্ষণ শিবিরের কার্যকলাপ গোপন রাখা হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, দ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্র এলাকা পাকিস্তানের নৌসেনার ফায়ারিং রেঞ্জ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ফলে সেখানে সন্দেহজনক গতিবিধি শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, চরনা দ্বীপে এই প্রথম সামুদ্রিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করল লস্কর, এমন নয়। এর আগে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মঙ্গল বাঁধ এলাকায় লস্কর জঙ্গিদের জন্য লঞ্চপ্যাড ও সুইমিং পুলের মতো পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের নির্ভুল ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সেই প্রশিক্ষণকেন্দ্র ধ্বংস হয়। এরপরই প্রশিক্ষণের নতুন ঠিকানা হিসেবে চরনা দ্বীপকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের দাবি।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে হামলা চালানোর জন্য সমুদ্রপথেই ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল লস্কর জঙ্গিরা। সেই ভয়াবহ হামলার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। সমুদ্রপথে অনুপ্রবেশ ও সম্ভাব্য জঙ্গি হামলা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

চিনের ঘুম উড়িয়ে লাদাখে ইতিহাস বায়ুসেনার, ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় অবতরণ বিমানের



নয়াদিল্লি : লাদাখে ভারতের সামরিক সক্ষমতায় নতুন পালক। প্রায় ১৩ হাজার ৬২৯ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত নোওমা বিমানঘাঁটিতে সফলভাবে অবতরণ করল বায়ুসেনার ভারী পরিবহণ বিমান আইএল-৭৬এমডি। এর মাধ্যমে ভারতের উচ্চতম সামরিক বিমানঘাঁটিতে এই ধরনের বিমানের অবতরণের নজির তৈরি হল। শনিবার এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের ভিডিও সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা।

বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে, অত্যন্ত প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যেও সফলভাবে অবতরণ করেছে চার ইঞ্জিনবিশিষ্ট এই বিমান। অভিযানে যুক্ত আধিকারিকদের দক্ষতা, নিখুঁত কর্মপদ্ধতি ও পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেছে বায়ুসেনা। রাশিয়ার তৈরি আইএল-৭৬এমডি মূলত সেনা, সামরিক সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় রসদ পরিবহণে ব্যবহৃত হয়। দুর্গম এলাকায় দ্রুত সেনা ও সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে এই বিমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত বছর চালু হয় লাদাখের নোওমা বিমানঘাঁটি। ২০২১ সালে প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রায় ২১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি এই বিমানঘাঁটি জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার (এলএসি) কাছে নোওমার কৌশলগত অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিমানঘাঁটির মাধ্যমে উত্তর সীমান্তের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় দ্রুত সেনা ও রসদ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

ভূত চতুর্দশীর চোদ্দ শাক : লোকাচারের আড়ালে পুষ্টি ও সুস্থতার বার্তা

দীপাবলির আগের দিন ভূত চতুর্দশী। বাংলার ঘরে ঘরে এই দিন চোদ্দ শাক খাওয়া এবং চোদ্দটি প্রদীপ জ্বালানোর প্রাচীন রীতি প্রচলিত। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই আচার অশুভ শক্তিকে দূরে রাখার পাশাপাশি পরিবারের সুস্থতা ও মঙ্গল কামনার প্রতীক। তবে এই প্রথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে খাদ্যাভ্যাস ও ঋতু পরিবর্তনের সময় শরীরের যত্ন নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও।

চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, অষ্টাঙ্গ হৃদয় ও ভাবপ্রকাশের মতো আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে বিভিন্ন শাকের ঔষধি ও পুষ্টিগুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত রঘুনন্দন তাঁর 'কৃত্যতত্ত্ব' গ্রন্থে প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র 'নির্ণয়ামৃত'-এর মত অনুসরণ করে চোদ্দ শাক খাওয়ার বিধির উল্লেখ করেছেন।

ভূত চতুর্দশীর এই চোদ্দ শাকের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের ভেষজ ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ। দেখে নেওয়া যাক, কোন শাকের কী বৈশিষ্ট্য।

১. ওল: ওলের কন্দ বহুদিন ধরেই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঐতিহ্যগতভাবে অর্শ, জন্ডিস ও রক্ত আমাশার মতো সমস্যায় এর ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। তবে সঠিকভাবে রান্না করে খাওয়াই জরুরি।

২. কেঁউ: কেঁউ পাতার রস আয়ুর্বেদে হজমকারক ও ক্ষুধাবর্ধক হিসেবে পরিচিত। লোকজ চিকিৎসায় জ্বর, আমাশা, ডায়েরিয়া, কফ, ক্ষত, চর্মরোগ, চুলকানি ও বাতের সমস্যায় এই পাতার ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

৩. বেতো বা বেথুয়া: পুষ্টিগুণের দিক থেকে এই শাক বিশেষভাবে



উল্লেখযোগ্য। এতে ভিটামিন এ ও সি, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস ও জিঙ্ক রয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডও পাওয়া যায়। হজমের সমস্যা, রক্তাল্পতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে সুষম খাদ্যের অংশ হিসেবে এই শাক উপকারী হতে পারে।

৪. কালকাসুন্দে: কালকাসুন্দের পাতা লোকজ ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। অ্যালার্জি, জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ক্ষত নিরাময়ে পাতার রস ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

৫. সরিষা শাক: শীতকালীন খাদ্যতালিকায় সরিষা শাকের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ভিটামিন কে, সি ও ই-এর পাশাপাশি এতে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও আয়রন পাওয়া যায়। হাড়ের স্বাস্থ্য এবং শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধী কার্যক্রমে এই পুষ্টি উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

৬. নিমপাতা: নিমের ঔষধি গুণের কথা আয়ুর্বেদে বহুদিন ধরেই আলোচিত। নিমপাতা ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন চর্মরোগ ও ত্বকের সমস্যায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে ডায়াবেটিসসহ কোনও রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিমপাতার উপর নির্ভর করা উচিত নয়।

৭. জয়ন্তী: জয়ন্তী একটি পরিচিত ভেষজ উদ্ভিদ। আয়ুর্বেদীয় ও লোকজ চিকিৎসায় বহুমূত্র, শ্বেতী এবং কৃমির সমস্যায় এর ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে।

৮. শালিঞ্চ বা শিঞ্চে: সাঁচি শাক নামেও পরিচিত এই শাক লোকজ খাদ্যসংস্কৃতির একটি অংশ। এতে থাকা পুষ্টি উপাদান চোখ, ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক হতে পারে। হজমের সমস্যা ও ডায়েরিয়ার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগতভাবে এর ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। স্তন্যদানকারী মায়েদের দুধের পরিমাণ বাড়াতেও লোকজ চিকিৎসায় এই শাক ব্যবহারের কথা বলা হয়।

৯. গুড়ুচি বা গুলঞ্চ: আয়ুর্বেদে গুলঞ্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত। জ্বর, বাত, হজমের সমস্যা এবং লিভার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায় এর ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর দাবিও প্রচলিত। তবে গুলঞ্চের সুরক্ষা ও কার্যকারিতা নিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন; বিশেষত লিভারের সমস্যায় এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ক্ষতিকর হতে পারে।

১০. পটলপাতা: পটলের পাতাও চোদ্দ শাকের তালিকায় জায়গা পেয়েছে। আয়ুর্বেদীয় ও লোকজ চিকিৎসায় একে রক্তশোধক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হজমের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় পটলপাতার ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। ক্ষতস্থানে পাতার রস লাগানোর রীতিও রয়েছে।

১১. শেলুকা বা শুলফা: শুলফা গাছের পাতা ও কচি ডগা শাক হিসেবে খাওয়া হয়। এর বীজ ও অন্যান্য অংশ রান্নায় মশলা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। হজমের সমস্যা, শিশুদের পেটের অসুবিধা এবং চোখের বিভিন্ন সমস্যায় ঐতিহ্যগত চিকিৎসায় এর ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রেও এই শাকের প্রচলিত ব্যবহার রয়েছে।

১২. হেলেঞ্চা বা হিঞ্চে: হেলেঞ্চা শাক বাঙালির পরিচিত খাদ্যতালিকার অন্যতম উপাদান। এতে বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদান রয়েছে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় একে রক্তশোধক, পিত্তনাশক ও ক্ষুধাবর্ধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ও শর্করা নিয়ন্ত্রণে এর উপকারিতার কথাও প্রচলিত রয়েছে, যদিও এ বিষয়ে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রয়োজন।

১৩. ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণ: ঘেঁটু পাতায় ফ্ল্যাভোনয়েড-সহ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ উপাদান পাওয়া যায়। লোকজ চিকিৎসায় চুল পড়া, কাশি, হাঁপানি, জ্বর, বাত ও চর্মরোগের সমস্যায় এই পাতার ব্যবহার রয়েছে। ক্ষত বা ফোলা জায়গায় পাতার প্রলেপ দেওয়ার প্রচলনও রয়েছে।

১৪. শুষনি: শুষনি একটি পরিচিত জলজ শাক। এর বৈজ্ঞানিক পরিচয় মার্সিলিয়া প্রজাতির অন্তর্গত। ভারত-সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এটি খাদ্য ও ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শুষনি শাকে থাকা পুষ্টি উপাদান শরীরের জন্য উপকারী। লোকজ চিকিৎসায় অনিদ্রা, মাথাব্যথা, মানসিক চাপ, উচ্চ রক্তচাপ, বাত ও ত্বকের সমস্যায় এর ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

লোকাচারের সঙ্গে পুষ্টির যোগ

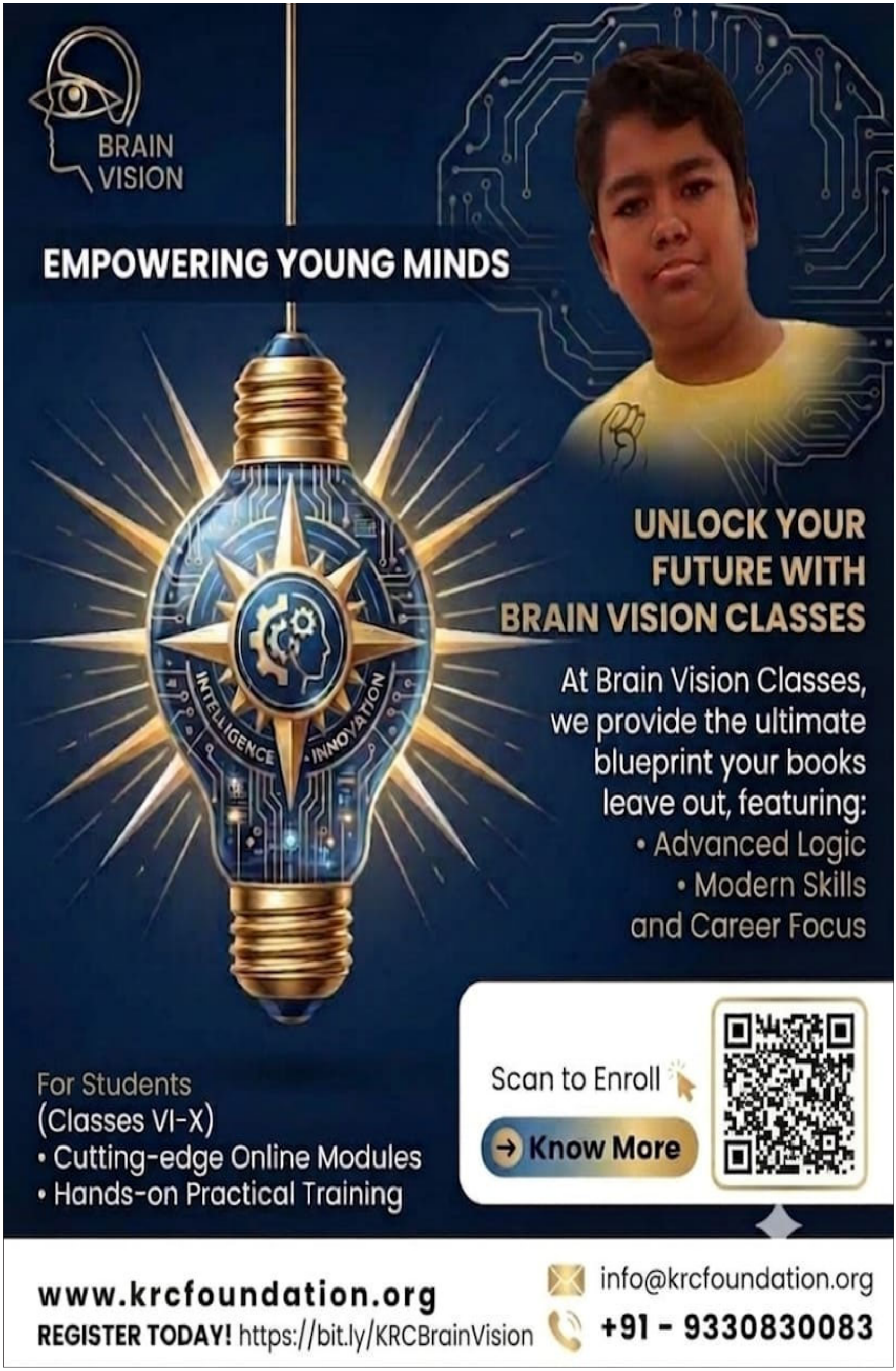
ভূত চতুর্দশীর চোদ্দ শাক খাওয়ার প্রথা শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বাংলার খাদ্যসংস্কৃতি ও প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাপনেরও পরিচয় বহন করে। ঋতু পরিবর্তনের সময়ে স্থানীয়ভাবে পাওয়া বিভিন্ন শাক খাদ্যতালিকায় রাখার মধ্যে পুষ্টির বৈচিত্র্য আনার একটি দিক রয়েছে। বিভিন্ন শাকে থাকা ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রমে সহায়তা করে।

তবে আয়ুর্বেদ বা লোকজ চিকিৎসায় কোনও শাকের ঔষধি ব্যবহারের উল্লেখ থাকলেই তা নির্দিষ্ট রোগ সারাতে কার্যকর, এমনটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই দাবির পক্ষে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। বিশেষত গর্ভবতী মহিলা, শিশু, স্তন্যদানকারী মা এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ভেষজ উপাদান ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। সব মিলিয়ে, ভূত চতুর্দশীর চোদ্দ শাকের ঐতিহ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থতার সম্পর্ক কতটা গভীর। তাই এই বিশেষ দিনে চোদ্দ শাকের স্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি বাংলার এই প্রাচীন খাদ্যঐতিহ্যকেও বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard